তারিখ ... 07 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

যুগান্তর

ড. একরাম হোসেন ও ড. সুলতান মাহমুদ রানা

এই সৃজনশীল পদ্ধতির অর্থ কী?

শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন মানসম্মত ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি। এ লক্ষ্যে এরই মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ পদ্ধতি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আমাদের ধারণা। এ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমানে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সবাই কমবেশি অবগত। শিক্ষাবিদ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান এবং সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির অন্যতম সংগঠক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 'এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন কী, কেন এবং কেমন?' শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে উল্লেখ করেন, 'আমাদের দেশে যে পরীক্ষা-পদ্ধতি চালু আছে, তা কমবেশি মুখস্থনির্ভর। এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা গোটা পাঠ্যবই পড়ে না। তারা জানে, প্রশ্ন পুরো বই থেকে হয় না, হয় বিশেষ কিছু চিহ্নিত প্রশ্নের ভেতর থেকে; তাই সেই প্রশ্নগুলো থেকে গোটা কয়েক মুখস্থ করেই তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। কষ্টকর শ্রমে প্রশ্নের উত্তরগুলো মুখস্থ করতে হয় বলে কোনো পাঠ্যবইয়েরই ১০০ ভাগের ১০ ভাগের বেশি তাদের পক্ষে পড়া অধিকাংশ সময় সম্ভব হয় না। ফলে, যে ছাত্র ১০০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস করে, বড়জোর পাঠ্যবইয়ের শ'খানেক নম্বরের উত্তরই শুধু পড়তে পারে, পাঠ্যবইয়ের বাকি ৯০০ নম্বর সম্বন্ধে সে পুরো অন্ধকারে থেকে যায়। এতে তার জ্ঞান হয়ে পড়ে একেবারেই সীমিত, জ্ঞানের যে ব্যাপক আহরণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হয়'। তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে মুখস্থের জায়গা নেই। ছাত্রছাত্রীকে কেবল তার পাঠ্যবইটি মন দিয়ে ভালো করে বুঝে পড়তে হবে; মনের আনন্দে মজা করে বারবার শুধু পড়ে যেতে হবে। এটুকু করলেই যে কোনো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো ফল করতে পারবে'. (প্রথম আলো, ১ ও ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪)।

গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সীমিত প্রশ্ন মুখস্থ করত। ফলে পাঠ্যবইয়ের বিরাট অংশ তাদের জ্ঞানের বাইরেই থেকে যেত। কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে গোটা পাঠ্যবইয়ের সবখান থেকে প্রশ্ন করার নিয়ম রয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের যে কোনো দেশের শিক্ষার্থীদের যথার্থ জ্ঞানলাভ করানোর প্রত্যাশায় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন হয়। মূল কথা হল, এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিন্যস্ত মৌলিক উদ্দীপকের সাহায্যে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, সম্প্রতি এসএসসির প্রশ্ন হুবহু গাইডবই থেকে হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, অন্যদিকে গাইডবই থেকে প্রশ্নের প্রচলন হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা চরম হুমকির মুখে পড়েছে।

> দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলে বাজারে প্রচলিত গাইড বইগুলো আর লাগবে না— এমনটি বলা হলেও গাইড থেকে হুবহু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন আমাদের সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে। ভাবিয়ে তুলেছে পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইডবইয়ের গুরুত্বকে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইডবইয়ের অগ্রগামিতাকে। এ ধরনের ঘটনা গাইড ও কোচিংয়ের দিকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। এক প্রকার অসাধু ব্যক্তিরা শিক্ষাক্ষেত্রে নিষিদ্ধ গাইড মুদ্রণ, বিক্রি, বিপণন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ড ধ্বংসে নেমেছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষায় গাইডবইয়ের নমুনা প্রশ্ন পুরোপুরি মিলে যাওয়ার অভিযোগও বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবালও গণমাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে এবং লেখালেখির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে একই রকম অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সম্প্রতি পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে গাইডবই থেকে প্রশ্ন তুলে দেয়ার একটি বিষয় ঘটতে শুরু করেছে। এক অর্থে এ বিষয়টি প্রশ্ন ফাঁস থেকেও গুরুতর। প্রশ্ন ফাঁস কারা করছে, সেটি ধরা সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারা কারা গাইডবই থেকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, সেটি বের করা সম্ভব।' বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। শিক্ষকরা যাতে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্ন নিজে প্রণয়ন করতে পারেন তার জন্য এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে। আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে বলা হয়েছে, বাজার অথবা গাইড থেকে নমুনা প্রশ্ন নিয়ে পাবলিক কিংবা স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু এ প্রজ্ঞাপন যে মানা হচ্ছে না, তার দৃষ্টান্ত এবারের এসএসসি পরীক্ষা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলে বাজারে প্রচলিত গাইড বইগুলো আর লাগবে না— এমনটি বলা হলেও গাইড থেকে হুবহু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন আমাদের সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে। ভাবিয়ে তুলেছে পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইডবইয়ের গুরুত্বকে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইডবইয়ের অগ্রগামিতাকে। এ ধরনের ঘটনা গাইড ও কোচিংয়ের দিকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। এক প্রকার অসাধু ব্যক্তিরা শিক্ষাক্ষেত্রে নিষিদ্ধ গাইড মুদ্রণ, বিক্রি, বিপণন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ড ধ্বংসে নেমেছে। এসব কারণে আমাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা গাইডনির্ভর হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা শংকিত বোধ করছি।

কাজেই সময় থাকতে আরও সচেতন হওয়া উচিত। এমনকি অধিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃজনশীল পদ্ধতিটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকেই হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে। পাশাপাশি প্রশ্নপত্র তৈরিতেও যথোপযুক্ত সময় দেয়া প্রয়োজন। গাইডভিত্তিক শিক্ষা যোগ্যতাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ সৃজনশীল পদ্ধতি, গণিত উৎসব, বই উৎসব ইত্যাদিকে বিতর্কিত করে তুলবে। বিষয়টি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পূর্ণ গাইডনির্ভর হয়ে পড়বে।

ড. একরাম হোসেন : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সুলতান মাহমুদ রানা : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়